গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
সমন্বয়-২ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.moysports.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৩৪.০০.০০০০.০৪৯.১৬.০০৭.২২.৩০৯ তারিখ: ২৬ আশ্বিন ১৪২৯
১১ অক্টোবর ২০২২

বিষয়: **মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় পরিদর্শনের সময় প্রদত্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা এবং সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সেপ্টেম্বর/২০২২ খ্রি. মাসের প্রতিবেদন প্রেরণ।**

সূত্র: প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পত্র নং-০৩.০৭৮.০৩৮.০০.০০.০০৫.২০১৪-১০, তারিখ: ২৬/০১/২০১৫ খ্রি.।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালীন প্রদত্ত সিদ্ধান্ত/নির্দেশনাবলির **সেপ্টেম্বর**/২০২২ খ্রি. মাসের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এসাথে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত: ০৪ (চার) পাতা।

১১-১০-২০২২
মো: আলী হায়দার
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৫৫১০১০৮৩
ফ্যাক্স: +৮৮-০২-৯৫১৪৪০৮
ইমেইল: csmoys66@gmail.com

পরিচালক - ১১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।

স্মারক নম্বর: ৩৪.০০.০০০০.০৪৯.১৬.০০৭.২২.৩০৯/১(৪) তারিখ: ২৬ আশ্বিন ১৪২৯
১১ অক্টোবর ২০২২

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:
১) যুগ্মসচিব, সমন্বয় ও আইন অনুবিভাগ, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ঢাকা
২) উপসচিব (সমন্বয়), সমন্বয় ও আইন অধিশাখা, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
৩) উপসচিব (সমন্বয়), সমন্বয় ও আইন অধিশাখা, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৪) সহকারী প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

১১-১০-২০২২
মো: আলী হায়দার
সিনিয়র সহকারী সচিব

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গত ৩০ অক্টোবর, ২০১৪ তারিখে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালীন প্রদত্ত সিদ্ধান্ত/নির্দেশাবলির সেপ্টেম্বর/২০২২ মাসের বাস্তবায়ন অগ্রগতি

ক্র: নং	পরিদর্শনকালীন প্রদত্ত সিদ্ধান্ত/নির্দেশনা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১.	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রচলিত প্রশিক্ষণ ট্রেডের সাথে সময়োপযোগী ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন দীর্ঘ মেয়াদি প্রশিক্ষণ ট্রেড যুক্ত করতে হবে যেমন- ক্যাটারিং, হাউজকিপিং, কৃষি ও হর্টিকালচার, মেরিন ফিশিং তথা গভীর সমুদ্রে উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে মাছ ধরা ইত্যাদি। এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক সংস্থার কারিকুলাম সংগ্রহ করা যেতে পারে।	ক) (১) ফুড এন্ড বেভারেজ প্রডাকশন সার্ভিস (ক্যাটারিং): কোর্সের মেয়াদ-৬ মাস। কোর্সের ধরণ-অনাবাসিক। আসন সংখ্যা-৩০ (প্রতিব্যাচ)। ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি-৮১৭ জন। (২) হাউজকিপিং: কোর্সের মেয়াদ-৩ মাস। কোর্সের ধরণ-অনাবাসিক। আসন সংখ্যা-৩০ (প্রতিব্যাচ)। ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি-৮৮৪ জন। (৩) হাউজকিপিং: কোর্সের মেয়াদ-৩০দিন। কোর্সের ধরণ-অনাবাসিক। আসন সংখ্যা-৩০ (প্রতিব্যাচ)। (আরব দেশসমূহে গমনেচ্ছুক যুবমহিলাদের জন্য। ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি-২৩৪৩ জন। (৪) কৃষি ও হর্টিকালচার: কোর্সের মেয়াদ-১ মাস। কোর্সের ধরণ-আবাসিক। আসন সংখ্যা-৪০ (প্রতিব্যাচ)। ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি-৪৬৫৪ জন। খ) মেরিন ফিসিং তথা গভীর সমূদ্রে উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে মাছ ধরা এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে রিসোর্স পার্সন ও প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা থাকায় কোর্সটি পরিচালনা করা সম্ভব হয়নি।
২.	যুবরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বিদেশে যাওয়ার জন্য যাতে প্রতারণার শিকার না হয় এবং যুব প্রশিক্ষণ নিয়ে দেশেই আত্ম-কর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধ হয় সে লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচারণা চালাতে হবে। এছাড়া দেশে-বিদেশে কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ছাড়াও সে দেশের আইন কানুন সম্পর্কেও জানাতে হবে, যেন কেউ বিদেশে গিয়ে বেআইনি কিছু না করে এবং জেলে না যায়।	• যুবরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বিদেশে না যায়, তারা যাতে আত্মকর্মে উদ্বুদ্ধ হয়, সেজন্য ৬৪টি জেলা ও ৫০০টি উপজেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম পরিচালনা এবং প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। • ফেস্টুনের মাধ্যমে জেলা/যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ১০টি সচেতনতামূলক স্লোগান প্রচার অব্যাহত আছে। • যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় ও মাঠ পর্যায়ের সকল কার্যালয়ের প্রশিক্ষণ/কর্মশালা/সেমিনারের মাধ্যমে স্লোগান প্রচারের উদ্যোগ অব্যাহত আছে। • যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত যুববার্তায় সচেতনতামূলক স্লোগান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রচারের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ/উপজেলা পরিষদ/জেলা প্রশাসন/বিভিন্ন অধিদপ্তর/মন্ত্রণালয়ে যুববার্তার কপি পৌঁছানো নিশ্চিত করা হয়েছে। • দৈনিক/সাপ্তাহিক/মাসিক এবং পাক্ষিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন আকারে প্রচারনা অব্যাহত রয়েছে।

চলমান পাতা-২

ক্র: নং	পরিদর্শনকালীন প্রদত্ত সিদ্ধান্ত/নির্দেশনা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
৩.	ক্রীড়াক্ষেত্রে আরও উন্নয়নের ব্যবস্থা নিতে হবে। ফুটবলের উন্নয়নের জন্য আন্তঃস্কুল, আন্তঃকলেজ এবং জেলা- উপজেলাসমূহে বছর-ব্যাপী ফুটবল খেলার আয়োজন করতে হবে।	বর্তমানে দেশে ৫৩টি জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশন/এসোসিয়েশন/সংস্থা রয়েছে। এ সকল সংগঠনগুলোকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে খেলাধুলার মান উন্নয়নে এ সংগঠনগুলোকে প্রতিনিয়ত প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বাংলাদেশ ফুটবলের সামগ্রিক মানোন্নয়ন ও শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৪ মেয়াদে মুন্সিগঞ্জ, মাগুরা ও নেত্রকোণায় ফুটবল একাডেমি নির্মাণের জন্য ০৩টি জেলাকে নির্বাচন করা হয়েছে। এ সকল জেলার বিদ্যমান ক্রীড়া অবকাঠামোসমূহ প্রয়োজনীয় সংস্কার ও আধুনিকায়ন করে তৃনমূল পর্যায় হতে খেলোয়াড়দের বাছাই করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানের কোচের সহায়তায় দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। এরফলে আন্তর্জাতিক মানের দক্ষ ফুটবলার তৈরী করা সম্ভব। ইতোমধ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। প্রশিক্ষণ/প্রতিযোগিতা ও অন্যান্য ব্যয় নির্বাহের লক্ষ্যে প্রায় ৪৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে ডি.পি.পি প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন। এতদ্ব্যতীত যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় হতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট বালক (অনুধ্ব-১৭) বিগত ২০১৮ সাল হতে এবং বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট বালিকা (অনুর্ধ্ব-১৭) গত ২০১৯ সাল থেকে শুরু হয়ে চলমান আছে। আন্ত:বিশ্ব বিদ্যালয় চ্যাম্পস ২০১৯ সাল থেকে চালু হয়েছে। ইতোমধ্যে ২টি টুর্নামেন্ট হয়েছে। ২০২২ সালে আন্ত:চ্যাম্পস অনুষ্ঠানের কার্যক্রম ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে এবং ১ম বারের মত এবছর আন্তঃকলেজ চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতা শুরু করার লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এরফলে ফুটবলসহ অন্যান্য ১২টি ইভেন্টের ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন সম্ভব হবে। বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন কর্তৃক ফুটবলের উন্নয়নের জন্য জেলা ও উপজেলা সমূহে বছরব্যাপী ফুটবল প্রশিক্ষণ/প্রতিযোগিতার কার্যক্রম গ্রহণ করে আসছে। ফলে নতুন ফুটবল খেলোয়াড় সৃষ্টি হয়েছে।
৪.	প্রতি উপজেলায় একটি করে মিনি স্টেডিয়াম গড়ে তোলার প্রকল্পটি দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে।	দেশের ৪৯৫টি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হলে তা গত ০৭.০৪.২০১৫ খ্রিঃ তারিখে একনেক সভায় কতিপয় শর্তসাপেক্ষে অনুমোদন করা হয়। অনুমোদনের পর ১ম পর্যায়ে ১৩১টি উপজেলায় "উপজেলা পর্যায়ে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ ১ম পর্যায় (১৩১)" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে ১২৫ টি নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং স্ব-স্ব উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। ৬টি উপজেলায় জমি সংক্রান্ত জটিলতার কারণে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা যায়নি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে ৬৬টি মিনি স্টেডিয়ামের উদ্বোধন করা হয়েছে। ২য় পর্যায় ১৮৬টি উপজেলার মধ্যে ১০৩টি (ডিপিপি অনুসারে) অধিগ্রহণ এবং ৮৩টি সরকারী খাস জায়গা। ৮৩টি সরকারী খাস জায়গার মধ্যে ৭২টির দরপত্র আহব্বান করা হয়েছে, তম্মধ্যে ৬৬টির কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। ০৩টি উপজেলায় পুন: দরপত্র আহবান করা হয়েছে এবং ০২টি উপজেলায় জমির জটিলতা উদ্ভব হয়েছে। অবশিষ্ট ব্যাক্তিমালিকাধীন ১০৩টি (ডিপিপি অনুসারে) উপজেলার মধ্যে ৩৮টি উপজেলায় জমি অধিগ্রহণের মূল্যসহ প্রস্তাব জেলা প্রশাসক বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৬৫টি উপজেলার জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া চলমান আছে। জমি অধিগ্রহণ শেষে দরপত্র আহবান করা হবে। প্রকল্পের স্থাপত্য নকশা প্রণয়নে পরামর্শক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। তাছাড়া প্রকল্পের আওতায় অন্যান্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। ১০টি উপজেলা ভূমি উন্নয়ন কাজ চলমান রয়েছে। উপজেলা পর্যায়ে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ প্রকল্প ৩য় পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য ১৭৩টি উপজেলার মধ্যে ১৭৩টি উপজেলার প্রস্তাব পাওয়া গেছে। তম্মধ্যে ২৪টি উপজেলা হতে খাস জমির প্রস্তাব পাওয়া গেছে এবং অবশিষ্ট ১৪৯টি উপজেলায় জমি অধিগ্রহণ প্রয়োজন। বর্ণিত ১৪৯ উপজেলা তে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণের লক্ষ্যে বর্ণিত

		উপজেলাসমূহ অন্তর্ভূক্ত করে শুধুমাত্র জমি অধিগ্রহণের একটি প্রকল্প প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। **বিশেষ প্রকল্পের আওতায় ১১টি উপজেলা** (বিশেষ প্রকল্প আওতায় ০৮টি উপজেলায় যথা- লালপুর, সেনবাগ, বেগমগঞ্জ, শান্তাহার, ভাঙ্গা, ভৈরব, শিবগঞ্জ ও পাবর্তীপুর উপজেলা এবং ০১টি উপজেলায় (শ্রীনগর উপজেলা) স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে ও ০২টি উপজেলায় (টঙ্গীপাড়া ও মিঠামইন উপজেলা) পূর্ণাঙ্গ স্টেডিয়াম নির্মাণের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে)।

চলমান পাতা-৩

ক্র: নং	পরিদর্শনকালীন প্রদত্ত সিদ্ধান্ত/নির্দেশনা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
৫.	আরচ্যারির জন্য কোন মাঠ নেই। আরচ্যারি খেলার উন্নয়নের ব্যবস্থা নিতে হবে। এ খেলায় পাহাড়ী ও আদিবাসীদের বিশেষভাবে সম্পৃক্ত করতে হবে। কেননা, তীর ধনুকের সাথে তাদের আজন্ম সম্পর্ক রয়েছে।	বাংলাদেশ আরচ্যারী ফেডারেশন শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার স্টেডিয়াম, গাজীপুর-এ নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণ/প্রতিযোগিতা পরিচালনা করে থাকে। আরচ্যারী খেলার মানোন্নয়ন ও নিবিড় প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে গাজীপুর জেলায় সুবিধাজনক স্থানে 'জাতীয় আরচ্যারী প্রশিক্ষণ একাডেমী' নির্মাণের লক্ষ্যে গাজীপুর জেলায় কমপক্ষে ১০ (দশ) একর সরকারি খাস জায়গা কিংবা ব্যক্তিমালিকানাধীন জমি অধিগ্রহণমূল্যসহ প্রস্তাবিত জমির তফসিল প্রেরণ করার জন্য পরিষদের ০৮ মে, ২০২২ ৩৪.০০.০০০০.০৯২.১৪.২৪১.২২.৯১ নং স্মারকে জেলা প্রশাসক, গাজীপুর-কে অনুরোধপূর্বক পত্র প্রেরণ করা হয়। অত্র ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় বান্দরবানের কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে পাহাড়ী ও আদিবাসীদের সমন্বয়ে বছরব্যাপী আরচ্যারি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ফলশ্রুতিতে আরচ্যারির বিভিন্ন দলে ইতোমধ্যে পাহাড়ী ও আদিবাসী খেলোয়াড় সম্পৃক্ত হয়েছে। বর্তমানে রিনা চাকমা, মাথৈ প্রোমার্মা ছাড়া আরও অনেক আদিবাসী অন্যান্য ইভেন্টের খেলাধুলা করছে এবং জাতীয় দলে অন্তর্ভুক্ত আছে। এছাড়া বান্দরবান জেলার খেলোয়াড়গণও অংশগ্রহণ করে থাকে।
৬.	বিদেশে খেলোয়াড় পাঠানোর সময় খেলার সিডিউলের পূর্বে যথেষ্ট সময় হাতে রেখে দল পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে যাতে পরিবর্তিত আবহাওয়া ও পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে পারে।	বিদেশে খেলোয়াড় পাঠানোর সময় খেলার সিডিউলের পূর্বে যথেষ্ট সময় হাতে রেখে দল পাঠানোর বিষয়ে সকল ফেডারেশন/অ্যাসোসিয়েশন/ সংস্থাকে পত্র মারফত অনুরোধ করা হয় এবং সে মোতাবেক সংগঠনগুলো ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। তবে সিডিউল সময়ের আগে বা পরে বিদেশে দলের অবস্থানের ক্ষেত্রে ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রচুর অর্থ প্রয়োজন হয়।
৭.	কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে বিকেএসপি'র কোটা রাখার বিষয়ে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণসহ বাস্তবায়ন করতে হবে। চাকুরীতেও কোটা রাখা যেতে পারে।	কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে বিকেএসপি'র অনুকূলে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় এবং সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সহ সর্বমোট ৫(পাঁচ)টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি কোটা রাখা হয়েছে । বিকেএসপির প্রশিক্ষাণার্থীদের চাকুরীতে কোটা রাখার বিষয়ে এখনো অনুমোদন পাওয়া যায়নি।
৮.	ক্রীড়া পরিদপ্তরের ৬৪ জেলার ক্রীড়া কার্যক্রমে প্রতিবন্ধী এবং অটিস্টিকদের অগ্রাধিকার দিতে হবে। তাদের জন্য আলাদা কমপ্লেক্স তৈরী করতে হবে। গ্রামীণ খেলাধূলা যেমন-সাতচারা, ডাংগুলি ইত্যাদি	ক্রীড়া পরিদপ্তর এবং ৬৪টি জেলা ক্রীড়া অফিসের জন্য প্রণীত বার্ষিক ক্রীড়াপঞ্জি ২০২২-২৩ এ প্রতিবন্ধী এবং অটিস্টিক শিশুদের জন্য ক্রীড়া কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বার্ষিক ক্রীড়াপঞ্জি ২০২২-২৩ অনুযায়ী গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া প্রতিবন্ধীদের ক্রীড়া কার্যক্রম পরিচালনাসহ প্রতিবন্ধী খেলোয়াড়দের অনুশীলন ও দক্ষ খেলোয়াড় সৃষ্টির লক্ষে ন্যাশনাল প্যারালাম্পিক কমিটি অব বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা

	খেলার প্রসার ঘটাতে হবে।	পালন করছে।মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক প্রতিবন্ধী খেলোয়াড়দের খেলার মান উন্নয়নের জন্য ক্রীড়া প্রশিক্ষন সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ ভবন এলাকার পশ্চিম পার্শ্বে জায়গা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। প্রতিবন্ধী খেলোয়াড়দের জন্য প্যাভিলিয়ন ভবন এবং খেলার মাঠ নির্মানের লক্ষে ১৩,৯৫,৩৩,০০০/-(তেরো কোটি পঁচানব্বই লক্ষ তেত্রিশ হাজার) ব্যয়ে প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে। ঠিকাদার নিয়োগের জন্য ইতোমধ্যে ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহবান করা হয়েছে এবং এর কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
৯.	ক্রীড়া পরিদপ্তরের মাধ্যমে শিশুদের সাঁতার শেখানোর ব্যবস্থা করতে হবে।	ক্রীড়া পরিদপ্তর এবং ৬৪টি জেলার জন্য প্রণীত ক্রীড়াপঞ্জি মোতাবেক ২০২২-২৩ এ শিশুদের সাঁতার প্রশিক্ষণ এবং প্রতিযোগিতা আয়োজন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
১০.	বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশনের মূলধন বৃদ্ধি করতে হবে। এ বিষয়ে অর্থ বিভাগে প্রস্তাব দিতে হবে। বিত্তবানরা অনুদান প্রদান করলে কর মুক্ত রাখার জন্য এনবিআরকে প্রস্তাব দিতে হবে। ফাউন্ডেশনকে আয়বর্ধক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে তবে মূল কাজ যেন ব্যাহত না হয়।	সরকারের নিকট হতে বিভিন্ন সময়ে সিডমানি হিসেবে প্রাপ্ত টাকার পরিমাণ ৭.২৫ কোটি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল হতে বিগত ০৮/১১/২০১৮ ও ০৭/০৭/২০২০ ও ০৫/০৪/২০২২ তারিখে ফাউন্ডেশনকে (১০.০০ কোটি + ১০.০০ কোটি + ২০.০০ কোটি) মোট ৪০.০০ (চল্লিশ) কোটি টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়াও ১২টি কোম্পানির সিএসআর তহবিল হতে প্রাপ্ত ৬০ লক্ষ টাকাসহ ফাউন্ডেশনের বর্তমান মোট মূলধনের পরিমাণ ৪৭.৮৫ কোটি টাকা। ২০২২-২৩ অর্থবছরে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের বাজেটে বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশনের অনুকূলে “বিশেষ অনুদান” খাতে ৩,৬০,০০,০০০/- টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। বিভিন্ন কোম্পানির CSR খাত হতে অর্থ সংগ্রহের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। বিত্তবানরা অনুদান প্রদান করলে তা করমুক্ত রাখার জন্য এ মন্ত্রণালয় হতে ০২/০৪/২০১৭ তারিখে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।
১১.	সকল ক্রীড়া ফেডারেশনে নির্বাচনের মাধ্যমে নেতৃত্ব নিশ্চিত করতে হবে।	ক) বর্তমানে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ফেডারেশন/সংস্থার সংখ্যা ৫৩টি। নির্বাচনযোগ্য ফেডারেশন/সংস্থার সংখ্যা ৩২টি। তন্মধ্যে ২৪টি ফেডারেশন/সংস্থার নির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটি রয়েছে। খ) নির্বাচনযোগ্য ৮টি ফেডারেশন/এসোসিয়েশনসহ মোট ২৯টি ফেডারেশন/সংস্থা অ্যাডহক কমিটি দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। তন্মধ্যে ০৯টি প্রতিষ্ঠাকালীন কমিটি দায়িত্ব পালন করছে। নির্বাচন করার মত সাধারণ পরিষদ না থাকায় নির্বাচন করা সম্ভব হয়নি।

চলমান পাতা-৪

ক্র: নং	পরিদর্শনকালীন প্রদত্ত সিদ্ধান্ত/নির্দেশনা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১২.	জেলা পর্যায়ে সারা বছর বিভিন্ন খেলাধুলার জন্য জেলা স্টেডিয়াম ব্যস্ত থাকলেও সঠিক দিনক্ষণসহ খেলার ক্যালেন্ডার প্রস্তুত করে সুনির্দিষ্ট দিনসমূহ বাদ দিয়ে বাকি সময় স্টেডিয়ামগুলোতে ফুটবল খেলা চলবে। এ উদ্দেশ্যে প্রতি স্টেডিয়ামে বছরব্যাপী অন্যান্য খেলা পরিচালনার সুনির্দিষ্ট ক্যালেন্ডার প্রস্তুতপূর্বক স্টেডিয়ামেই প্রদর্শন করতে হবে।	বছরব্যাপি খেলা পরিচালনার জন্য সুনিদিষ্ট ক্যালেন্ডার প্রস্তুতপূর্বক স্টেডিয়ামে প্রদর্শন করার জন্য প্রত্যেক জেলা ক্রীড়া সংস্থাকে অনুরোধ করে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ হতে পুনরায় পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য যে, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ প্রতিবছর ফেডারেশন/অ্যাসোসিয়েশন/বোর্ড/সংস্থার নিকট হতে বছরব্যাপী খেলা পরিচালনার তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক ক্রীড়াপঞ্জী প্রকাশ করা হয়। বর্তমানে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ক্রীড়াপঞ্জী প্রনয়ণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। উক্ত ক্রীড়াপঞ্জী নিয়মিতভাবে সকল জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশন/অ্যাসোসিয়েশন/সংস্থা/বোর্ড এর নিকট প্রেরণ করা হয় এবং ক্রীড়াপঞ্জী অনুসারে সংগঠনগুলোকে প্রশিক্ষণ/প্রতিযোগিতা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।
১৩.	স্টেডিয়ামসমূহে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ছাড়া অন্য কোন কার্যক্রম যেমন মেলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, কনসার্ট ইত্যাদি আয়োজন না করাই ভাল হবে।	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ হতে ২৫/০৭/২০২২ তারিখের পত্রের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী স্টেডিয়াম সমূহে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ছাড়া অন্য কোন কার্যক্রম আয়োজন না করার জন্য প্রত্যেক স্টেডিয়ামের প্রশাসক/জেলা ক্রীড়া সংস্থাকে অনুরোধ করে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
১৪.	স্কুল/কলেজের মাঠ ব্যতীত যে সকল	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নির্দেশনা মোতাবেক **সংশোধিত নীতিমালা ও** নকশা অনুযায়ী **স্কুল**

	জায়গা/মাঠ নির্ধারণ করা হয়েছে সেখানে নকশানুযায়ী খেলার মাঠ (মিনি স্টেডিয়াম) এর অবকাঠামো নির্মাণের কার্যক্রম শুরু করতে হবে ও সংশোধিত নীতিমালানুযায়ী অবিলম্বে মাঠ/জায়গা নির্বাচন কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	**কলেজের মাঠ ব্যতীত** দেশের বিদ্যমান সকল উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। উল্লেখ্য প্রকল্পের ১ম পর্যায় ১২৫টি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজ গত জুন ২০১৯ এ সমাপ্ত হয়েছে। ২য় পর্যায় ১৮৬টি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে, বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় ১১টি উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট ১৭৩টি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণের লক্ষ্যে মাঠ/জায়গা নির্বাচন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে এবং জমি অধিগ্রহণের জন্য ডিপিপি প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।